

সূরা ৮৯ : ফাজর, মাক্কী

৮৯ - سورة الفجر مَكِّيَّة

(আয়াত ৩০, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ٣٠ رُكُوعَاتُهَا : ١)

সালাতে সূরা ফাজর তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গ

সুনান নাসাঈতে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুআয (রাঃ) সালাত আদায় করাচ্ছিলেন, একটি লোক এসে ঐ সালাতে শামিল হয়। মুআয (রাঃ) সালাতে কিরআত লম্বা করেন। তখন ঐ আগন্তুক জামা'আত ছেড়ে দিয়ে মাসজিদের এক কোণে গিয়ে একাকী সালাত আদায় করে চলে যায়। মুআয (রাঃ) এ ঘটনা জেনে ফেলেন এবং বলেন যে, ঐ ব্যক্তি মুনাফিক। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে অভিযোগের আকারে এ ঘটনা বিবৃত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ঐ লোকটিকে ডেকে নিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এ ছাড়া কি করব? আমি তাঁর পিছনে সালাত শুরু করেছিলাম, আর তিনি শুরু করেছিলেন লম্বা সূরা। তখন আমি জামা'আত ছেড়ে দিয়ে মাসজিদের এক কোণে একাকী সালাত আদায় করে নিয়েছিলাম। অতঃপর মাসজিদ হতে বের হয়ে এসে আমার উষ্ট্রীকে খাবার দিয়েছিলাম। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযকে (রাঃ) বলেন : হে মুআয! তুমি তো জনগণকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপকারী। তুমি কি وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى এবং وَالْفَجْرِ, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এই সূরাগুলি পাঠ করতে পারনা? (নাসাঈ ৬/৫৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১) শপথ উষার,

١. وَالْفَجْرِ

(২) শপথ দশ রাতের,	۲. وَلَيَالٍ عَشْرٍ
(৩) শপথ জোড় ও বেজোড়ের,	۳. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
(৪) এবং শপথ রাতের, যখন ওটা গত হতে থাকে।	۴. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
(৫) নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ জ্ঞানবান ব্যক্তি জন্য।	۵. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ
(৬) তুমি কি দেখনি তোমার রাক্ব কি করেছেন 'আদ বংশের -	۶. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
(৭) ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?	۷. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
(৮) যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি?	۸. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ
(৯) এবং সামুদের প্রতি, যারা উপত্যকার পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?	۹. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ
(১০) এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফির'আউনের প্রতি -	۱۰. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

(১১) যারা নগরসমূহে উদ্ধাতাচরণ করেছিল।	۱۱. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ
(১২) অতঃপর সেখানে তারা বহু বিপ্লব (সংঘটিত) করেছিল।	۱۲. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ
(১৩) সুতরাং তোমার রাব্ব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।	۱۳. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
(১৪) নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব সবই দেখেন ও সময়ের প্রতীক্ষায় থাকেন।	۱۴. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

ফাজর শব্দের ব্যাখ্যা

এটা সর্বজন বিদিত যে, ফাজরের অর্থ হল সকাল বেলা। আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদীর (রহঃ) এটা উক্তি। (তাবারী ২৪/৩৯৫, বাগাবী ৪/৪৮১) মাসরুফ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কাব (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বিশেষভাবে ঈদুল আযহার সকালবেলাকে বুঝানো হয়েছে। আর ওটা হল দশ রাত্রির সমাপ্তি। (কুরতুবী ২০/৩৯)

দশ রাতের দ্বারা যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে, যেমন এ কথা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন যুবায়ের (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং পূর্ব ও পর যুগীয় আরো বহু বিজ্ঞজন বলেছেন। (তাবারী ২৪/৩৯৬) সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু রূপে বর্ণিত আছে : ‘আল্লাহর কাছে কোন ইবাদাতই এই দশ দিনের ইবাদাত হতে উত্তম নয়।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল : ‘আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজের জান-মাল নিয়ে বেরিয়েছে, তারপর ওগুলির কিছুই নিয়ে ফিরেনি (তার কথা স্বতন্ত্র)।’ (ফাতহুল বারী ২/৫৩০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ । একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে 'বিত্র' হল আরাফাতের দিন, কারণ ইহা হল মাসের নবম দিন। আর 'আশ শাফী' হল কুরবানীর দিন, কারণ ইহা মাসের দশম দিন। (এ হাদীসটি সহীহ নয়) এ বিষয়ে আরও মতামত পাওয়া যায়। তাই এখানে উল্লেখ করা হলনা।

রাতের শপথের ব্যাখ্যা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاللَّيْلُ إِذَا يَسُرُّ শপথ রাতের যখন তা গত হতে থাকে। আবার এ অর্থও করা হয়েছে যে, রাত্রি যখন আসতে থাকে। এটাই অধিক সমীচীন বলে মনে হয়। এ উক্তিটি وَالْفَجْرُ এর সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। ফাজর বলা হয় যখন রাত্রি শেষ হয়ে যায় এবং দিনের আগমন ঘটে ঐ সময়কে। কাজেই এখানে দিনের বিদায় ও রাতের আগমন অর্থ হওয়াই যুক্তিসংগত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّيْلُ إِذَا عَسَعَسَ. وَالصُّبْحُ إِذَا تَفَفَّسَ

শপথ রাতের যখন ওর আবির্ভাব হয়, আর উষার যখন ওর আবির্ভাব হয়। (সূরা তাকউইর, ৮১ : ১৭-১৮)

حَجْرُ এর অর্থ হচ্ছে আকল বা বিবেক। হিজর বলা হয় প্রতিরোধ বা বিরতকরণকে। বিবেক ও ভ্রান্তি, মিথ্যা ও মন্দ থেকে বিরত রাখে বলে ওকে আকল বা বিবেক বলা হয়। حَجْرُ الْبَيْتِ এ কারণেই বলা হয় যে, কা'বাতুল্লাহর যিয়ারাতকারীদেরকে শামী দেয়াল থেকে এই حَجْرُ বিরত রাখে। এ থেকেই হিজরে ইয়ামামাহ শব্দ গৃহীত হয়েছে। এ কারণেই আরাবের লোকেরা বলে থাকে عَلَى فُلَانٍ حَجْرَ الْحَاكِمِ অর্থাৎ শাসনকর্তা অমুককে বিরত রেখেছেন। যখন কোন লোককে বাদশাহ বাড়াবাড়ি করতে বিরত রাখেন তখন আরাবরা এ কথা বলে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا

যেদিন তারা মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা এবং তারা বলবে : কোনো বাধা যদি তা আটকে রাখত! (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২২) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য। কোথাও ইবাদাত বন্দেগীর শপথ, কোথাও ইবাদাতের সময়ের শপথ, যেমন হাজ্জ, সালাত ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলার সৎ আমলকারী বান্দারা তাঁর নৈকট্য লাভ করার জন্য সচেষ্টি থাকে এবং তাঁর সামনে নিজেদের হীনতা প্রকাশ করে অনুনয় বিনয় করতে থাকে।

‘আদ জাতি ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা

সৎ আমলকারী বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা তাদের বিনয় ও ইবাদাত বন্দেগীর কথা উল্লেখ করেছেন, সাথে সাথে বিদ্রোহী, হঠকারী, পাপী ও দুর্বৃত্তদেরও বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, হে নাবী! তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব স্তম্ভসদৃশ ‘আদ জাতির সাথে কি করে ছিলেন? কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? তারা ছিল হঠকারী এবং অহংকারী। তারা আল্লাহর নাফরমানী করত, রাসূলকে অবিশ্বাস করত এবং নিজেদেরকে নানা প্রকারের পাপকাজে নিমজ্জিত রাখত।

এখানে প্রথম ‘আদ (আ’দে উলা) এর কথা বলা হয়েছে। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, তারা ‘আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন আউস ইব্ন সাম ইব্ন নূহের (আঃ) বংশধর ছিল। (তাবারী ২৪/৪০৪) তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হূদ (আঃ) আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের মধ্যকার ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বাকি সব বেঈমানকে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কুরআনে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যাতে বিশ্বাসীগণ এ বর্ণনা পাঠ করে শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ
وَتَمْنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ خَلِي خَاوِيَةٍ.
فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ

আর ‘আদ’ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড
ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও
আট দিন বিরামহীনভাবে; তখন যদি তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা
যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খজুর কাণ্ডের ন্যায়। তুমি তাদের
কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৬-৮)

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (ইরাম গোত্রের প্রতি-যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ
প্রাসাদের) তাদের অতিরিক্ত পরিচয় প্রদানের জন্য এটা উল্লেখ করা
হয়েছে। তাদেরকে ذَاتِ الْعِمَاد বলার কারণ এই যে, তারা দৃঢ় ও সুউচ্চ স্ত
স্ত বিশিষ্ট গৃহে বসবাস করত। সমসাময়িক যুগের লোকদের তুলনায় তারা
ছিল অধিক শক্তিশালী এবং দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। এ কারণেই হুদ
(আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন :

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ
بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا ۖ الْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর
আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব
অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। তোমরা আল্লাহর
অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ :
৬৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَن أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً

আর ‘আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দস্ত করত এবং বলত : আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১৫) আর এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘যার সমতুল্য (প্রাসাদ) কোন দেশে নির্মিত হয়নি।’ তারা খুবই দীর্ঘ দেহ ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিল। সেই যুগে তাদের মত দৈহিক শক্তির অধিকারী আর কেহ ছিলনা।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ‘ইরাম’ হল একটি প্রাচীন জাতি যাদের উপস্থিতি ছিল ‘আদ’ জাতির পূর্বে। কাতাদাহ ইব্ন দীআমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ‘ইরাম’ হল ‘আদ’ জাতির গৃহসমূহ। দ্বিতীয় অভিমতটিই উত্তম এবং শক্তিশালী বলে মনে হয়। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন, তারা পাহাড়ের উপর বড় বড় পিলার (স্তম্ভ বা খুটি) নির্মাণ করেছিল, যা তাদের পূর্বে অন্য কেহ করেনি। (তাবারী ২৪/৪০৬) অবশ্য কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) এই মতামত ব্যক্ত করেন যে, এর অর্থ হল এই যে, আদ জাতির সম-সাময়িক সময়ে তাদের মত অন্য কোন গোত্র সৃষ্টি করা হয়নি। (তাবারী ২৪/৪০৬) দ্বিতীয় অভিমতটি অধিক যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং তার সাথে অন্যান্যরা যা বলেছেন তা যুক্তির দিক থেকে দুর্বল। কারণ তাহলে আল্লাহ তা‘আলা বলতেন ‘তাদের মত করে যমীনে আর কেহকে তৈরী করা হয়নি।’ কিন্তু তিনি বলেছেন, তাদের মত যমীনে আর কেহকে সৃষ্টি করা হয়নি।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ । এই ছামূদ জাতি পাহাড়ের পাথর কেটে নিজেদের গৃহ নির্মাণ করত। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ

তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করেছ। (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ১৪৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : তারা পাহাড়ের পাথর কেটে বিভিন্ন নক্সা করে ঘর-বাড়ী তৈরী করত। (তাবারী ২৪/৪০৮) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪০৮)

ফির'আউনের বর্ণনা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : আর (তুমি কি দেখনি যে, তোমার রাব্ব কি করেছিলেন) কীলক ওয়ালা ফির'আউনের সঙ্গে। **أَوْتَاد** এর অর্থ ইবন আব্বাস (রাঃ) বাহিনী বা দল বলে উল্লেখ করেছেন যারা ফির'আউনের কার্যাবলীর বাস্তবায়ন সুদৃঢ় করত। (তাবারী ২৪/৪০৯) এমনও বর্ণিত আছে যে, ফির'আউনের ক্রোধের সময় তারা লোকদের হাতে পায়ে পেরেক মেরে ঝুলিয়ে রাখত।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : **الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا** যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল। অর্থাৎ যারা নগরসমূহে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার পরে অধিক মাত্রায় উপদ্রব করেছিল। যারা মানুষকে খুবই নিকৃষ্ট মনে করত এবং নানাভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন করত। মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ফির'আউন লোকদেরকে পেরেকে গাঁথে শাস্তি প্রদান করত। (তাবারী ২৪/৪০৯) সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) একই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪০৯) আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের প্রতি শাস্তির বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন উপায় অবাধ্য দুষ্কৃতিকারীদের ছিলনা।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন : **هَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ** হে নাবী! অতঃপর তোমার রাব্ব তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। অর্থাৎ তাদের প্রতি অবশেষে এমন শাস্তি এসেছে যে, তা টলানো যায়নি। ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ সবই পর্যবেক্ষণ করছেন

إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمُرْصَادِ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দেখেন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (তাবারী ২৪/৪১১) তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেন যে, কে কি করে। এই পার্থিব জগতে ও পরকালে তিনি তাদের ঐ আমলের উপর ভিত্তি করে

প্রতিদান দিবেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি প্রত্যেককে ভাল মন্দের বিনিময় প্রদান করবেন। সমস্ত মানুষ অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যাবে এবং সবাই এককভাবে বিচারের জন্য দাঁড়াবে। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা সবারই প্রতি সুবিচার করবেন। তিনি সর্বপ্রকার অত্যাচার হতে মুক্ত ও পবিত্র।

<p>(১৫) মানুষ তো এরূপ যে, তার রাব্ব যখন তাকে পরীক্ষা করেন, পরে তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ-সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে : আমার রাব্ব আমাকে সম্মানিত করেছেন।</p>	<p>১৫. فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا أَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ</p>
<p>(১৬) এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তার রিয়ক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে : আমার রাব্ব আমাকে হীন করেছেন।</p>	<p>১৬. وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ</p>
<p>(১৭) না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমদেরকে সম্মান করনা।</p>	<p>১৭. كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ</p>
<p>(১৮) এবং তোমরা অভাবান্তকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা,</p>	<p>১৮. وَلَا تَحْضُوتَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ</p>
<p>(১৯) এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণ রূপে আহার করে থাক,</p>	<p>১৯. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ</p>

	أَكْلًا لَّمَّا
(২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবেসে থাক,	٢٠. وَتُحِبُّونَ أَلْمَالَ حُبًّا جَمًّا

সম্পদশালী, নিঃস্ব হওয়া কিংবা সম্মান-প্রতিপত্তি সবই পরীক্ষাস্বরূপ

ভাবার্থ : فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ হচ্ছে : যে সব লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশস্ততা পেয়ে মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মান করেছেন, তারা ভুল মনে করে। বরং এটা তাদের প্রতি একটা পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :
أَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সম্ভান-সমৃদ্ধি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৫৫-৫৬)

আবার যখন তাদেরকে তাদের রাব্ব পরীক্ষা করেন এবং তাদের রিয়ক সংকুচিত করে দেন তখন তারা বলে : আমাদের রাব্ব আমাদেরকে হীন করেছেন। অথচ এসবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর পরীক্ষা। এ কারণেই الْكَ দ্বারা উপরোক্ত উভয় ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। এটা প্রকৃত ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ যার ধন-সম্পদে প্রশস্ততা দান করেছেন তার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং যার ধন সম্পদ সংকুচিত করে দিয়েছেন তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। বরং উভয় দলকেই তিনি প্রদান করেন অথবা স্থগিত রাখেন। এই উভয় অবস্থায় সঠিক কাজ করে যাওয়াই তার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র

উপায়। ধনী হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দরিদ্র হয়ে ধৈর্য ধারণ করাই বরং আল্লাহর প্রেমিকের পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা উভয় অবস্থায়ই তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন।

শাইতানের প্ররোচনায় মানুষ সম্পদের অপব্যবহার করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ** অতঃপর ইয়াতীমদেরকে সম্মান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুনান আবু দাউদে সাহল ইব্ন সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমি এবং ইয়াতীমদের লালন পালনকারী এভাবে জানাতে থাকব। (আবু দাউদ ৫/৩৫৬, মুসলিম ২৯৮৩) ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে মিলিত করে ইশারা করলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ** বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান ও আদর যত্ন করছনা এবং অভাব গ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে থাক আর তোমরা ধন-দৌলতের প্রতি অতিমাত্রায় ভালবাসা রাখ (কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়)।

(২১) এটা সংগত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে,	<p>২১. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا</p>
(২২) এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে	<p>২২. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا</p>
(২৩) সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন	<p>২৩. وَجِئَاءَ يَوْمَئِذٍ يُجَاهَتُمُ</p>

মানুষ উপলদ্ধি করবে, কিন্তু এই উপলদ্ধি তার কি করে কাজে আসবে?	يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
(২৪) সে বলবে : হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!	২৪. يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
(২৫) সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারবেনা,	২৫. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ
(২৬) এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করতে পারবেনা।	২৬. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ
(২৭) বলা হবে : হে প্রশান্ত চিত্ত!	২৭. يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
(২৮) তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে,	২৮. أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً
(২৯) অতঃপর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,	২৯. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
(৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।	৩০. وَادْخُلِي جَنَّتِي.

বিচার দিবসে ফাইসালা হবে পার্থিব জীবনের ভাল-মন্দ আমলের উপর

এখানে কিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন : **إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا** নিশ্চয়ই সেদিন যমীনকে নিচু করে দেয়া হবে, উচু নিচু যমীন সব সমান করে দেয়া হবে। সমগ্র যমীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। পাহাড় পর্বতকে মাটির সাথে সমতল করে দেয়া হবে। সকল সৃষ্ট জীব কাবর থেকে বেরিয়ে আসবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের বিচারের জন্য এগিয়ে আসবেন। ইহা হবে যখন সকল আদম সন্তানের নেতা মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করা হবে। এর পূর্বে সমস্ত মাখলুক বড় বড় নাবীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সুপারিশের আবেদন জানাবে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবেন। তারপর তারা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশের আবেদন জানাবেন। তিনি বলবেন : **هَٰذَا، آمِي هَٰذَا كَرَبِ** 'নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তখন তাঁকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। (আহমাদ ১/২৮২) এটাই প্রথম সুপারিশ। এ আবেদন মাকামে মাহমুদ হতে জানানো হবে। এ বিষয়ে সূরা ইসরায় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত ফাইসালার জন্য এগিয়ে আসবেন। তিনি কিভাবে আসবেন সেটা তিনিই ভাল জানেন। মালাইকা/ফেরেশতারাও তাঁর সামনে কাতারবন্দী হয়ে হাযির হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জাহান্নামকেও কাছে নিয়ে আসা হবে।

ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : **'সেদিন জাহান্নামকে কাছে নিয়ে আসা হবে এবং ওর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার মালাইকা থাকবে। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে।'** ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (রাঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/২১৮৪, তিরমিযী ৭/২৯৪)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ** সেদিন মানুষ তার নতুন পুরাতন সকল আমল বা কার্যাবলী স্মরণ করতে থাকবে। মন্দ আমলের জন্য অনুশোচনা করবে, ভাল কাজ না করা বা কম করার কারণে দুঃখ/আফসোস করবে। পাপ কাজের জন্য লজ্জিত হবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন আমরাহ (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : কোন বান্দা যদি জন্ম থেকে গুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সাজদায় পড়ে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলার পূর্ণ আনুগত্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেয় তবুও সে কিয়ামাতের দিন তার সকল সৎ আমলকে তুচ্ছ ও সামান্য মনে করবে। তার একান্ত ইচ্ছা হবে যে, যদি সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আরও অনেক সৎ আমল সঞ্চয় করতে পারত।’ (আহমাদ ৪/১৮৫)

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : **وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ** সেই দিন আল্লাহর দেয়া আযাবের মত আযাব আর কেহ দিতে পারবেনা। তিনি তাঁর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে যে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করবেন ঐরূপ শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধনও কেহ করতে পারেনা। মালাইকা আল্লাহর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শিকল এবং বেড়ী পরিধান করাবেন।

পাপী ও অন্যায়কারীদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা এখন মু‘মিনদের অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করছেন। যে সব রুহ তৃপ্ত, শান্ত, পবিত্র এবং সত্যের সহচর, মৃত্যুর সময়ে এবং কাবর হতে উঠার সময় তাদেরকে বলা হবে : তোমরা তোমাদের রবের কাছে, জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে ফিরে চল। এই রুহ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও এর প্রতি সন্তুষ্ট। এই রুহকে এত দেয়া হবে যে, সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। তাকে বলা হবে : তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। **وَادْخُلِي جَنَّتِي** ‘আমার জান্নাতে প্রবেশ কর’ এই বাক্যটি তখন বলা হয় যখন বান্দা মৃত্যুবরণ করে এবং আরও বলা হবে বিচার দিবসে। বান্দার যখন জান

কবজ করা হয় এবং কাবরে উত্থিত (সাওয়াল জবাবের জন্য) করা হয় তখন মালাইকা মু'মিনদেরকে এই সুসংবাদ দিয়ে থাকেন।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ... **يَأْتِيهَا النَّفْسُ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবু বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তখন বলে ওঠেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কি সুন্দর বাণী এটা।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : ‘(হে আবু বাকর (রাঃ)!) আপনাকেও এ কথাই বলা হবে।’ (দুররুল মানসুর ৮/৫১৩)

সূরা ফাজর এর তাফসীর সমাপ্ত।